পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

শিল্পকলা (তথ্যপুস্তক)

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৪
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

শিল্পকলা

লেখক

মোঃ মোতিউল ইসলাম মিয়া
মুনমুন আহমেদ
মোঃ জাকির হোসেন ফকির

প্রধান সমন্বয়ক

জনাব ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডেপুটি সমন্বয়ক :

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক :

রেজিনা আকতার
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক :

জ্যোৎস্না আরা
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক :

শুভাশিস চক্রবর্তী
সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট
পিটিআই, মাগুরা

প্রকাশনায় :

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলা বিষয়টি বিশেষায়িত ও ভিন্ন আঙ্গিকের একটি বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের শিখনের বিষয়বস্তুর সাথে এর যেমন রয়েছে পার্থক্য তেমনি শিখন শেখানো কৌশলেও রয়েছে ভিন্নতা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শিল্পকালার বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও সাধারণ শিক্ষার সকল স্তরে এই বিষয়গুলো তেমন গুরুত্বেও সাথে সন্নিবেশিত নয়। যার ফলে একজন সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জনকারীর মধ্যে শিল্পকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা থাকে না। তবে অন্যান্য শিক্ষাস্তরে শিল্পকলা বিষয়টি তেমন গুরুত্ব না পেলেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এই বিষয়গুলো আবশ্যিক করা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো পাঠদানের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক তেমন পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না তাই একজন শিক্ষককেই সকল বিষয়ের পাঠদান করতে হয় এবং সে অনুযায়ী তাকে সকলে বিষয়ে পাঠদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ে পূর্ব ধারণা বা শিখন থাকলেও শিল্পকলা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এসব বিবেচনায় একজন শিক্ষককে সকল বিষয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিল্পকলা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল পরিবর্তন ও পরিমার্জনের আবশ্যকতা রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের এক্সপ্রেসিভ আর্ট বিষয়েটিকে পরিমার্জন ও সমন্বয় করে এই মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এ প্রশিক্ষণ মডিউলে। মডিউলটিতে তাত্ত্বিক বিষয়ের চেয়ে শিখন শেখানো কৌশলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রথমে ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে মডিউলটিতে শিল্পকলা নামক একটি বিষয়ের শিল্পকলার চারটি মাধ্যম- চারু ও কারুকলা, নৃত্যকলা, সংগীত ও নাট্যকলা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে পাঠদান কৌশল কি হবে তা-ই বিধৃত হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শিল্পকলা মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করে আসছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে এই মডিউলটি নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে এবং শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারে নি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

শিল্পকলা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিল্পকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিল্পকলা বিষয়ের মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিল্পকলা বিষয়ের ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে খসড়া মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মড্যুলটিও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মড্যুলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মড্যুলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিল্পকলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মড্যুল প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

তথ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। একাধিক কেসস্টাডির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে। এ জন্য তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহৃত হলেও প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে শিখন শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

তথ্যপুস্তকটি দুইটি পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে;

ক) প্রথক পর্যায়: প্রশিক্ষন চলাকালীন;

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন। কারণ এতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা এবং পর্যালোনার সুযোগ পাবেন।
- প্রশিক্ষণের প্ররম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নিবেন, তাহলে যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে-বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজ হবে।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়: প্রশিক্ষণ পরবর্তী

- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোন নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচিন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এই বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও শিক্ষকের দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র আনতে সহায়ক হবে।
- তথ্যপুস্ড়কটি প্রশিক্ষণ চলাকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও পাঠদান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তথ্যপুস্ড়কটি বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- তথ্যপুস্তকটি শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শিখন শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরন অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
শিল্পকলা	১	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলা	১
	২	প্রাথমিক স্তরে শিল্পকলার বিষয়বস্তু	৫
চারু ও কারুকলা	৩	শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে চারু ও কারুকলা	৬
	৪	চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল এবং মূল্যায়ন	৮
নৃত্যকলা	৬	নৃত্য শিখন শেখানো কৌশল	৯
নাট্যকলা	৭	নাট্যকলা	১০

অধিবেশন : ১	শিরোনাম : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলা

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে শিল্পকলার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন।

কেস-১

ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়া গ্রাম। পুলিশ কর্মকর্তা তমিউদ্দিন ও জেবুনেচ্ছা দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান। ধর্মীয় অনুশাসনে ঘেরা রক্ষণশীল ছিল তমিজুদ্দিনের পরিবার। পুলিশ কর্মকর্তা তমিজউদ্দিনের সন্তানের লেখাপড়ার হাতেখড়ি পারিবারিক পরিমন্ডলেই। সাধারণ লেখাপড়ায় তমিজউদ্দিনের সন্তানের মন বসে না। তিনি ময়মনসিংহ জেলার অববাহিকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বসে বয়ে যাওয়া পালতোলা নৌকা, কলসিকাঁকে পল্লিবালাদের জল নিয়ে যাওয়া মুগ্ধ নয়নে দেখেন আর রঙ পেনসিল, কাগজ নিয়ে সেসব দৃশ্যের ছবি আঁকে। স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিক পাসের পরই ষোলো বছর বয়সে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে কোলকাতা আর্টস্কুল দেখে এসে সেখানে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষন করেন। বাবা রাজি ছিলেন না। ছেলের প্রচন্ড আগ্রহে মা গলার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতা আর্টস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কোলকাতা আর্টস্কুলে ভর্তি হয়ে তার অসাধারণ প্রতিভার জন্য ছাত্র থাকাকালীনই কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে সেখানে শিক্ষকতা করার সুযোগ দেন। ১৯৪৩ সালে দূর্ভিক্ষের ছবিসহ অসংখ্য ছবি এঁকে বিশ্বদরবারে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন গভর্নমেন্ট আর্টস্কুল। বাংলাদেশ লোকশিল্প ফাউন্ডেশনের সূচনা হয় তাঁরই হাত ধরে। তমিউদ্দিন জেবুনেচ্ছা দম্পতির সেই সন্তানটিই আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

কেস-২

ছোটবেলা থেকে নাচতাম। নাচ আমার ভাল লাগতো। টেলিভিশন দেখে, রেকর্ড বাজিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতাম। আমার এই নাচ কেউ কেউ একদমই পছন্দ করতেন না। পাড়াগাঁয়ের রক্ষণশীল মনোভাব কারণে অনেকে অনেক কটুক্তি করতেন। স্কুলের দুইএকজন শিক্ষক ছিলেন যারা আমার নাচের প্রতিভাকে উৎসাহ দিলেও অন্যদের মনোভাব ছিল রক্ষণশীল। কথাগুলো জয়ীতার (ছদ্মনাম)। জয়ীতা পাড়াগাঁয়ের এক কিশোরী। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতো। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সে নাচতো। অনেক প্রশংসা পেতো। একসময় সে স্বপ্ন দেখত চর্চার মাধ্যমে একদিন অনেক বড় নৃত্যশিল্পী হবে। তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে পরিবারে মা ছাড়া তেমন কারো সমর্থন ছিল না। মায়ের উৎসাহ উদ্দীপনায় জয়ীতা শহরে মামার বাড়ীতে থেকে স্থানীয় নৃত্য একাডেমিতে ভর্তি হয়। একদিন এক দূর্ঘটনায় জয়ীতার একটি পা হারাতে হয়। পা হারিয়ে জয়ীতার নাচ বন্ধ হয়ে যায়। তার নাচকে যারা সমর্থন করেনি তাদের বলত যে, এটা তার শাস্তি। জয়ীতা দমেনি। এক পায়ে সে নাচের অনুশীলন চালিয়ে গেছে।

তার এই অদম্য প্রচেষ্টা দেখে বিদেশী একজন তার কৃত্তিম পা লাগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে জয়ীতা রাজি হয়। জয়ীতার কৃত্তিম পা লাগানো হলো। জয়ীতা আবার নবোদ্যমে জীবন শুরু করে। আজ সে একজন নৃত্য শিল্পী। সে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নাচের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে।

কেস-৩

১৯৬২ সালের ১৬ আগস্ট দেশেরে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বৃহত্তর একটি জেলার এক বনেদী পরিবারে জন্ম রবিনের। একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার তাদের। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে রবিন সবার বড়। রবিন গান গাইতে ভীষণ পছন্দ করত। অতি ধার্মিক পরিবার রবিনের। গান গাইতে পারিবারিক তেমন বাধা না থাকলেও তেমন অনুকুল পরিবেশ ছিল না তার। রবিনের এক জন্মদিনে বাবা উপহার হিসেবে একটি গিটার কিনে দেন। একজন বার্মিজ নাগরিকের কাছে রবিন গিটার বাজানো শেখে। একবন্ধুর কাছ থেকে রবিন একটি ইলেক্ট্রিক গিটার ধার নিয়ে বাজাতে শুরু করে। গান এবং গিটার বাজানোর প্রতি রবিন বেশি আগ্রহী হলেও লেখাপড়া ছাড়েনি। সে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে রবিন পেশা হিসেবে সংগীতকেই বেছে নেন এবং দেশে বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই রকস্টার আইয়ুব বাচ্চু, যার ডাক নাম রবিন।

কেস-৪

সাজু দ্বিতীয় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। লেখাপড়াতে তার মনোযোগ যথেষ্ঠ। শিশুসুলভ দুষ্টুমি তার নেই বললেই চলে। সে যেটা করে তা হলো যখন তার সহপাঠিরা খেলায় ব্যস্ত তখন সে শ্রেণিকক্ষে একা একা শিক্ষকের মতো করে ছাত্র পড়ানোর খেলা খেলে। এমনটা দেখে স্কুলের শিক্ষকগণ কিছুটা অবাক হতেন। একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজুর অভিভাবককে এটা জানালে সাজুর বাবা প্রধান শিক্ষককে বললেন, সাজু বাড়িতে আয়নার সামনে দাড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে! গ্রামে যাত্রপালা এলে সাজু বাবাকে যাত্রাপালা দেখতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই বায়না ধরে। বাবাও দুই একদিন সাজুকে নিয়ে যেতেন যাত্রাপালা দেখতে। যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে সাজু খুব নিবিষ্ট মনে যাত্রা দেখে। পরদিন বাড়িতে সাজু একা একাই যাত্রাপালার ডায়ালগ বলতে থাকে। পরবর্তীতে সাজুর শিক্ষক এবং অভিভাবক সাজুর অভিনয় প্রতিভার বিষয়টি আবিস্কার করেন। এরপর সাজুর শিক্ষকগণ সাজুকে অভিনয়ে উৎসাহীত করলেও তার অভিভাবক এতে খুশি হতে পারেননি। তার বাবা ভাবতেন এতে সাজুর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। শিক্ষকদের উৎসাহে সাজু জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় একক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। সাজু জাতীয় পর্যায়ে প্রথমস্থান অধিকার করায় এবং পুরষ্কার গ্রহণ করায় সাজু ও তার পরিবার যেমন পরিচিতি পেয়েছে তেমনি তার প্রতিভা স্কুল তথা তার গ্রাম এবং জেলাকে গৌরবান্বিত করেছে।

অংশ ক

শিল্পকলা

শিল্পকলার সাথে পরিচিত হতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে শিল্প বা শিল্পকলা কী? আসলে শিল্পকলাকে সুনির্দিষ্টভাবে সজ্ঞায়িত করা কঠিন। কারো মতে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন ভাবরূপ শিল্পীর চিত্তরসে নবরূপায়িত হয়ে যে স্থিতিশীল রূপপ্রকাশ ঘটে তাকে শিল্পকলা বা সংক্ষেপে শিল্প বলে। (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ) শিল্পের জগৎ ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্রময়তার জন্য শিল্পের সজ্ঞায় মতপার্থক্য থাকলেও নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে অনেকের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে; যেমন- প্রথমত, শিল্প হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ভাব প্রকাশের যে একটি অবিরত তাগিদ রয়েছে তারই বাহ্যিক রূপায়ন এবং দ্বিতীয়ত, শিল্প মানুষকে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের কাছাকাছি নিয়ে যায়। *(শিল্পে নান্দনিকতা: দর্শন, লোপামুদ্রা চক্রবর্তী, অতিথি অধ্যাপিকা, মেমরি কলেজ, কলকাতা)*।

শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে; যেমন- চারু ও কারুকলা, সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়, সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি।

শিশু বিকাশে শিল্পকলার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয় হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুরূপভাবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকে অন্যান্য বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিল্পকলার গুরুত্ব অপরিসীম।
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিল্পকলা নামে একটি বিষয়ে শিল্পের চারটি মাধ্যমকে সন্নিবেশ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাধ্যমগুলো হলো - ১) চারু ও কারুকলা ২) সংগীত ৩) নৃত্য এবং ৪) নাট্য কলা।

শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে শিল্পকলা

প্রতিটি শিশুই অনন্য ও বৈচিত্রপূর্ণ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা, আচরণ ইত্যাদির ভিন্নতার কারনেই তারা বৈচিত্রপূর্ণ। শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যার্জন দিয়ে একটি শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পূর্ণতা পেতে বই, খাতা, কলমের পাশাপাশি শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা অপরিহার্য। শিশুর সুষম ও সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করতে তার পঞ্চইন্দ্রিয় এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি। যা শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি শাখার চর্চার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

একটি শিশু অপার সম্ভবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেউ-ই কোন বিষয়ে পূর্ণতা নিয়ে বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মের পর তার আগ্রহ ভাললাগার ওপর ভিত্তি করে চর্চার মাধ্যমে এক একটি বিষয়ে এক একজন মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। আমরা কেউ-ই বলতে পারি না যে, আজকের শিশুটির মধ্যে একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানীর পাশাপাশি লুকায়িত নেই আগামীর জয়নুল আবেদীন, রবীন্দ্রনাথ, রুনালায়লা, রাজ্জাক, কবরী, কিংবা বুলবুল চৌধুরী। শিল্পসত্বা নিয়ে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিল্প চর্চার সুযোগ দেওয়ায় হলো শিশুর চাহিদা ভিত্তিক বিকাশের ক্ষেত্র নিশ্চিত করা।
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিল্পকলা বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করলে প্রতিটি শিশু যেমন আনন্দের সাথে শেখে-তেমনি তার শিখনফল অর্জিত হয় সহজে এবং শিখনফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি

সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয় এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে। আবার শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ে পাঠের ক্ষেত্রে মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারনা লাভের জন্য যে কল্পনা বা চিন্তা শক্তির প্রয়োজন তা শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান যেমন আনন্দদায়ক করা যায় তেমনি আবার শিল্পকলা শিখনে শিশুরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে মনোযোগের সাথে ছবি আঁকে,গান গায়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নৃত্য করে, অভিনয় করে। এর মাধ্যমে শিশুর শৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটে এবং উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পকলার গুরুত্ব

শিশুরা খেলতে খেলতে শেখে। তারা শেখে আঁকিবুঁকি, গান, ছন্দ-ছড়ার মাধ্যমে। তারা আঁকিবুঁকি, গান, আর ছন্দ-ছড়ার মাধ্যমে যেমন শেখে তেমনি আঁকিবুঁকি, গান আর ছন্দ ছড়াও শেখে। শিল্প আনন্দদায়ক। শিল্প শিখন আনন্দদায়ক; আবার শিল্পের মাধ্যমে শিখনও আনন্দদায়ক। শিশুদের শিখন পরিবেশ যতবেশি আনন্দদায়ক হবে শিখন ততবেশি ফলপ্রসু হবে। সার্বিক বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষায় শিল্পকলা বিষয়ের কিছু গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়, যেমন-

- শিল্পকলার মাধ্যমে শিশু আকার, আকৃতি, রং, রূপ, গঠন ইত্যাদি ধারণা স্পষ্ট হয়।
- শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়।
- শিল্পকলা চর্চা শিশুর মধ্যে যে শিল্পবোধ, সৌন্দর্যবোধের জন্ম দেয় তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে।
- শিশুকে পরিবেশের সাথে পরিচয় ঘটায় এবং পরিবেশ সচেতন হতে শেখায়।
- শিশুর সৃজনী শক্তি, কল্পনাশক্তি বিকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- নান্দনিক মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।
- শিখন পরিবেশ আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করা যায়।

অধিবেশন : ২	প্রাথমিক স্তরে শিল্পকলার বিষয়বস্তু

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাথমিক স্তরে শিল্পকলার বিষয়বস্তু শনাক্ত করতে পারবেন।

খ. ধরন অনুযায়ী শিল্পকলার বিষয়বস্তু শ্রেণিকরণ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, উপস্থাপন।

অংশ খ

শিল্পকলার বিষয়বস্তু

• আঁকার বিভিন্ন উপকরণ • মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি • ছবি এঁকে নাচের ছবি উপস্থাপন • পারিবারিক আচার আচরণের ছবি • পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকা • ছবিতে দেশীয় ঐতিহ্য • জাতীয় সংগীত পরিবেশন • মূকাভিনয় • গান গেয়ে নাচা • গানের সুরে ছড়া • পাপেট দিয়ে পাঠ চর্চা	• নৈমিত্তিক কাজ শারীরিক ভাষায় প্রদর্শন • পারস্পরিক শ্রদ্ধা জানাতে গান পরিবেশন • কবিতা আবৃত্তি • নাটক নিয়ে গল্প বলা • পরিবেশের উপাদান নিয়ে রান্না-রান্না খেলা • প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ভঙ্গিমা প্রদর্শন • নাচ দেখে সাংস্কৃতিক উপাদান শনাক্ত করা • নির্বাচিত গানে দলগত নৃত্য • শারীরিক ও মৌখিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে অনুকরণ • •

অধিবেশন : ৩	শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে চারু ও কারুকলা

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে চারু ও কারুকলার ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।

খ. চারু ও কারুকলায় ব্যবহৃত বিবেচ্য উপকরণ সনাক্ত করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন।

অংশ ক

ছবি

অংশ খ

চারু ও কারুকলার ব্যাবহৃত উপকরণের তালিকা

চারুকলা	কারুকলা
পেনসিল (HB, 2B, 3B, 4B থেকে GB পর্যন্ত হতে পারে। যে পেনসিলের নম্বর যত বেশি হবে সে পেনসিলের দাগ তত মোটা এবং গাঢ় হবে)। চারকোল, প্যাস্টেল, কালি-কলম, রাবার (পেনসিলের দাগ মোছার জন্য)। রঙ (জল রঙ, তেল রঙ, পোস্টার রঙ, এ্যাক্রেলিক)।	কাঁদা-মাটি, টুকরা কাপড়, তুলা, উল, চট,পাট, পাঠ-কাঠি, তালপাতা, নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, নারকেল মালা, নারকেল ছোবড়া, নুড়িপাথর, বিভিন্ন ধাতু,বাঁশ, বেত, ফেলে দেওয়া বা স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি, ছুরি, সুঁই-সুতা, গাম, বিভিন্ন টুলস, বক্সবোর্ড, রঙ ইত্যাদি।

তুলি (তুলি সাধারণত দুই ধরণের হয়, নরম এবং শক্ত। জল রঙ করার জন্য নরম তুলি ব্যবহার করা হয় এবং তেল রঙ এ ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করা হয় শক্ত তুলি যা হকব্রাশ নামে পরিচিত। কাজের উপযোগীতা ভেদে তুলি বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে) কাগজ (ছবি আঁকার উপযোগী কাগজের মধ্যে কার্টিজ পেপার অন্যতম। এছাড়া হ্যান্ড পেপার, টেকচার পেপার, আর্ট পেপার ইত্যাদি) ক্লিপ, বোর্ড, স্পেচিউলার ইত্যাদি।	

অধিবেশনঃ ৪	চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা বিষয়ের বিষয়বস্তু সনাক্ত করতে পারবেন।

খ. চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, অনুশীলন, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

অংশ ক

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে চারুও কারুকলা বিষয়ের বিষয়বস্তু

▪ প্রকৃতি ও দেশ ▪ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ▪ পারিবারিক পরিবেশ ▪ শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা ও মানবতা ▪ প্রকৃতি, নিজিস্ব পরিবেশ ও জাতীয় ঐতিহ্য ▪ স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ▪ পরিবেশ ও প্রকৃতি ▪ পরিবার ও প্রতিবেশির সাথে শ্রদ্ধা ও সুসম্পর্ক ▪ প্রকৃতি ও পরিবেশ ▪ দেশীয় সংস্কৃতি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ▪ সমাজ ও প্রকৃতি ▪ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধাশীলতা	▪ প্রকৃতি জাতীয় ঐতিহ্য, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ ▪ বিভিন্ন জাতী-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ▪ সমাজ ও প্রতিবেশ ▪ শৃঙ্খলাবোধ ও অংশীদারিত্ব ▪ জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ▪ বিশ্বসংস্কৃতির খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ▪ দেশীয় ও বিশ্বসংস্কৃতির তুলনা ▪ শৃঙ্খলাবোধ সহনশীলতা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার।

অধিবেশন : ৬	নৃত্য শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নৃত্যের বিষয়বস্তু সনাক্ত করতে পারবেন।

খ. নৃত্য শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, সিমুলেশন।

অংশ ক

নৃত্যের ধারণা

সাবলীল, সুললিত ও ছন্দযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে। মানুষের শরীর নৃত্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মানব শরীরে অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। মানুষ নানাভাবে এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে ছন্দে ছন্দে চালনা করতে সক্ষম। মানুষ সামাজিক প্রাণী, একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে সামাজিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মানুষ যেমন মনের অনুভূতিকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করে তেমনি নৃত্যের ভঙ্গিতে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে প্রকৃতিগতভাবে ছন্দবোধ থাকে। ভাষা আবিস্কারের আগেই মানুষ বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে ভাব আদান-প্রদান করত। এই দেহিক ছন্দ এক সময় হয়ে উঠল নৃত্য। নৃত্য মানুষের একটি স্বতঃস্ফুর্ত প্রয়াশ। আপনাআপনিই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নানা ছন্দে জেগে ওঠে। সভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে নৃত্য হয়ে ওঠে শিল্প বা কলা, যা মানুষের সজ্ঞান নান্দনিক বোধের প্রকাশ।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নৃত্যের বিষয়বস্তু

- নির্বাচিত দেশের গানে নৃত্য
- নির্বাচিত লোক গানের সাথে নৃত্য
- নির্বাচিত ছড়া গানের সাথে নৃত্য
- নির্বাচিত গানে দলগত নৃত্য
- নির্বাচিত নৈতিক শিক্ষামূলক গানের সাথে নৃত্য
- জীবন ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট নৃত্য
- নীতি, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত তথ্য
- জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, একুশ ও উৎসব বিষয়ক নৃত্য
- বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির নৃত্য
- সমাজ ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট নৃত্য
- সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতাবোধ সমৃদ্ধ নৃত্য
- দেশাত্মবোধক গানের সাথে নৃত্য

- বিশ্ব সংস্কৃতি নির্ভর নৃত্য

অধিবেশন : ৭	নাট্যকলা ও অভিনয়

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নাট্যকলা বিষয়ের বিষয়বস্তু সনাক্ত করতে পারবেন।

খ. নাট্যকলা বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, সিমুলেশন।

অংশ ক

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নাট্যকলা বিষয়ের বিষয়বস্তু

- প্রকৃতি ও পরিবেশ
- সাংস্কৃতিক বৈচত্র
- সৃজনশীলতা
- শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা ও মানবতা
- শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
- চিন্তা ও কল্পনা
- নৈতিকতা ও মানবিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ
- বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ
- পারস্পারিক সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
- শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের গূণাবলি অর্জন